"মিষ্টি বাচ্চারা - এই আধ্যাত্মিক হসপিটাল তোমাদেরকে অর্ধ কল্পের জন্য এভার হেল্দী করে বানাতে চলেছে, তোমরা এখানে দেহী-অভিমানী হয়ে বসো"

*প্রশ্নঃ - কাজ কারবার ইত্যাদি করেও কোন্ ডায়রেক্শন বুদ্ধিতে স্মরণ রাখা উচিত?

*উত্তরঃ - বাবার ডায়রেক্শন হলো, তোমরা কোনো সাকার বা আকারকে স্মরণ ক'রো না, এক বাবার স্মরণে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এর জন্য কেউ বলতে পারবে না যে, সময় নেই। সব কিছু করেও স্মরণ করতে পারবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি বাবার গুডমর্ণিং। গুডমর্ণিং করে নিয়ে বাচ্চাদের বলা হয় বাবাকে স্মরণ করো। ডাকেও - হে পতিত পাবন এসে পবিত্র করে তোলো, তাই সর্ব প্রথমেই বাবা বলেন - আত্মাদের পিতাকে স্মরণ করো। আত্মাদের পিতা তো সকলেরই এক। ফাদারকে কখনো সর্বব্যাপী বলে মানা যায় না। তাই বাচ্চারা, যতটা সম্ভব সর্বপ্রথমে বাবাকে স্মরণ করো, এক বাবা ব্যতীত আর কোনো সাকার বা আকারকে স্মরণ ক'রো না। এটা তো একদম সহজ, তাই না! মানুষ বলে আমি বিজি (ব্যস্ত) থাকি, অবসর নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে তো অবসর সবসময়ই থাকে। বাবা যুক্তি হিসেবে বলেন যে - তোমরা এটাও জানো যে বাবাকে স্মরণ করলেই আমাদের পাপ ভস্মীভূত হবে। কাজকারবার ইত্যাদি করাতে কোনো নিষেধ নেই। সেই সব কিছু করেও শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এটা তো বোঝো যে আমরা হলাম পতিত, সাধু-সন্ত ঋষি-মুনি ইত্যাদি সকলে সাধনা করে। সাধনা করা হয় ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। সেইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না ওঁনার সাথে পরিচয় হবে, ততক্ষণ মিলিত হওয়া যায় না। তোমরা জানো যে বাবার পরিচয় দুনিয়ার কারোর কাছে নেই। দেহের পরিচয় তো সবার আছে। বড় জিনিসের পরিচয় শীঘ্রই হয়ে যায়। আত্মার পরিচয় তো যখন বাবা আসেন তখন বোঝান। আত্মা আর শরীর দুইটি জিনিস। আত্মা এক স্টার আর খুবই সূক্ষ্ম। তাকে কেউ দেখতে পারে না। তাই যখন এখানে এসে বসো তো দেহী- অভিমানী হয়ে বসতে হবে। এটাও হলো এক হসপিটাল - অর্ধ-কল্প এভার হেল্দী হওয়ার। আত্মা তো হলো অবিনাশী, কখনো বিনাশ হয় না। সমগ্র পার্টই হলো আত্মার। আত্মা বলে যে আমার কখনো বিনাশ প্রাপ্তি ঘটে না। এতো সমস্ত আত্মারা হলো অবিনাশী, কখনো বিনাশ ঘটে না। শরীর হলো বিনাশী। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এটা বসে আছে যে আমরা অর্থাৎ আত্মারা হলাম অবিনাশী। আমরা ৮৪ জন্ম নিই, এটা হলো ড্রামা। এর মধ্যে ধর্ম সংস্থাপক কারা কবে আসে, কতো জন্ম গ্রহণ করছে এটা তো জানো। ৮৪ জন্মের যে কথা গাওয়া হয় সেটা অবশ্যই কোনো একটি ধর্মের হবে। সকলের তো হতে পারে না। সব ধর্ম তো এক সাথে আসে না। আমরা বসে অপরের হিসেব কেন বের করতে যাবো? তোমরা জেনেছো যে অমুক-অমুক সময়ে ধর্ম স্থাপন করে এসেছে। ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। সব তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান তো হতেই হবে। দুনিয়া যখন তমোপ্রধান হয় তখন আবার বাবা এসে সতোপ্রধান সত্যযুগের রচনা করেন। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে আমরা এই ভারতবাসীরাই আবার নতুন দুনিয়াতে এসে রাজ্য করবো, আর কোনো ধর্ম সেখানে আসবে না। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যেও যারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে চায়, তারা বেশী স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করে আর সসাচারেও লেখে যে বাবা আমি এতটা সময় স্মরণে থাকি। কেউ তো আবার সম্পূর্ণ সমাচার লজ্জায় পড়ে দেয় না। মনে করে বাবা কি বলবেন। কিন্তু জানতে তো পারা যায় তাই না! স্কুলেও টিচার স্টুডেন্টকে বলে যে যদি তুমি না পড়ো তো ফেল করবে। লৌকিক মা - বাবাও বাচ্চার পড়াশুনা দেখেই বুঝতে পেরে যায়। এটা তো হলো অনেক বড় স্কুল। কিন্তু এখানে তো নম্বর অনুসারে বসানো যায় না। তবে বুদ্ধি দিয়ে তো বুঝতে পারা যায় যে এটা হলো অনেক বড় স্কুল। এখানে তো নম্বর অনুযায়ী বসানো হয় না। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারা যায়, নম্বর অনুযায়ী তো হয়েই থাকে। বাবা এখন ভালো-ভালো বাচ্চাদের কোথাও পাঠিয়ে থাকেন, তারা চলে গেলে তখন অন্যরা লিখতে থাকে আমাদের মহারথী চাই, তো অবশ্যই মনে করে যে তারা হলো আমাদের থেকে বেশি বিশেষত্ব সম্পন্ন নামি-দামী। নম্বর অনুযায়ী তো হয়ে থাকে তাই না। প্রদর্শনীতেও হরেক রকম মানুষ আসে তাই গাইডস্ও দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নিরীক্ষণ করার জন্য। যে রিসিভ করে সে তো জানে ইনি কোন প্রকারের মানুষ। তো তাকে আবার ইশারা করা চাই যে একে তুমি বোঝাও। তুমিও বুঝতে পারো ফার্স্ট গ্রেড, সেকেন্ড গ্রেড, থার্ড গ্রেড সব আছে। ওখানে তো সকলকে সার্ভিস করতেই হবে। কেউ বড় মাপের মানুষ থাকলে তো অবশ্যই তাকে সকলে খাতির করে। এটা হলো কায়দা। বাবা অথবা টিচার ক্লাসে বাচ্চাদের মহিমা করে, এটাও হলো সবচেয়ে বড় খাতির করা। নাম বের হয় যে বাচ্চাদের তাদের মহিমা বা খাতির করা হয়। ইনি হলেন অমুক ধনবান, রিলিজিয়াস

মাইন্ডেড, এটাও তো খাতির করা হলো, তাই না! তোমরা এখন এটা জানো যে উচ্চতমেরও উচ্চ হলেন ভগবান। বলাও হয় তিনি হলেন উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ। কিন্তু আবার তাঁর বায়োগ্রাফী বলতে বলো তো বলে দেবে তিনি সর্বব্যাপী। ব্যস্ একদম নীচু করে দেয়। তোমরা এখন বুঝতে পারো সবার থেকে - উচ্চতমেরও উচ্চ হলেন ভগবান, তিনি হলেন মূলবতনবাসী। সূক্ষ্মবতনে আছেন দেবতারা। এখানে থাকে মানুষ। তাই দাঁড়ালো যে উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবান হলেন নিরাকার।

তোমরা এখন জানো যে, আমরা যে হীরে তুল্য ছিলাম তারাই আবার কড়ি তুল্য হয়ে পড়েছি, আবার ভগবানকে নিজেদের চেয়েও বেশী নীচে নিয়ে গিয়েছি। চিনতেই পারে না। তোমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের পরিচয় প্রাপ্তি ঘটে আবার পরিচয় হ্রাস হয়ে যায়। তোমরা এখন বাবার পরিচয় সকলকে দিতে থাকো। বাবার পরিচয় অনেকের প্রাপ্ত হবে। তোমাদের মুখ্য চিত্রই হলো এই ত্রিমূর্তি, গোলক (সৃষ্টিচক্র), কল্পবৃক্ষ (ঝাড়)। এইসবের মধ্য দিয়ে কতো আলো প্রকট হয়। এটা তো যে কেউই বলবে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সত্যযুগের মালিক ছিলেন । আচ্ছা, সত্যযুগের পূর্বে কি ছিলো? এটাও তোমরা এখন জানো। এখন হলো কলিযুগের শেষ আর হলোই প্রজারও প্রজার উপর রাজ্য। এখন তো রাজত্ব নেই, কতো পার্থক্য। সত্যযুগের প্রথমেই রাজারা ছিলো আর এখন কলিযুগেও রাজারা আছে। যদিও সেখানে কেউ পবিত্র নেই কিন্তু কেউ টাকা পয়সা দিয়েও টাইটেল নিয়ে নেয়। মহারাজা তো কেউ নেই, টাইটেল কিনে নেয়। যেমন- পাটিয়ালার মহারাজা, যোধপুর, বিকানীরের মহারাজা...নাম তো নেয়, তাই না! এই নাম অবিনাশী ভাবে চলে আসছে। প্রথমে পবিত্র মহারাজারা ছিল, এখন হলো অপবিত্র মহারাজারা। রাজা মহারাজ শব্দ গুলো তো চলে আসছে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্য বলবে এরা সত্যযুগের মালিক ছিলো, কে রাজত্ব নিল? এখন তোমরা জানো রাজত্বের স্থাপনা কীভাবে হয়। বাবা বলেন আমি তোমাদের পড়াই - ২১ জন্মের জন্য। তারা তো পড়াশুনা করে এই জন্মেই ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয়। তোমরা এখন পড়াশুনা করে ভবিষ্যতে মহারাজা-মহারাণী হও। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। এখন হলো পুরানো দুনিয়া। যদিও কত ভালো-ভালো বড় বড় মহল আছে কিন্তু হীরে জহরতের মহল তৈরী করার ক্ষমতা কারোরই নেই। সত্যযুগে এই সব হীরে জহরতের মহল তৈরী হয় । তৈরী করতে কি আর দেরী হয় ! এখানেও আর্থকোয়েক ইত্যাদি হলে অনেক কারিগরকে নিযুক্ত করে দেয়, এক দুই বছরে সমস্ত শহর দাঁড় করিয়ে দেবে। নয়তো দিল্লী তৈরী করতে প্রায় ৮-১০ বছর লেগেছে, কিন্তু এখানকার শ্রমিক আর সেখানের শ্রমিকদের মধ্যে অনেক পার্থক্য ! আজকাল তো নতুন নতুন ইনভেনশন বের হচ্ছে। বাড়ী তৈরীর সায়েন্সও জোরদার রয়েছে, সব কিছু তৈরী পাওয়া যায়, কতো তাড়াতাড়ি প্লট তৈরী হয়ে যায়। খুব তাড়াতাড়ি করে তৈরী হয় বলে এই সব তো সেখানে কাজে আসে যে না। এই সমস্ত সঙ্গে যায়। সংস্কার তো থেকে যায়। এই সায়েন্সের সংস্কারও যাবে। বাবা তাই এখন বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন, পবিত্র হতে চাও তো বাবাকে স্মরণ করো। বাবাও গুডমর্ণিং করে আবার শিক্ষা প্রদান করেন। বাচ্চারা বাবার স্মরণে বসেছো কি? চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো । কারণ জন্ম-জন্মান্তরের বোঝা মাথার উপরে। সিঁড়ি দিয়ে আবরোহন করতে করতে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। এখন আবার এক জন্মে আরোহণের কলা হয়। বাবাকে যতো স্মরণ করতে থাকবে তত খুশীও হবে, শক্তি প্রাপ্ত করবে। অনেক বাচ্চা আছে যাদের প্রথম দিকের নম্বরে রাখা হয় কিন্তু স্মরণে একদমই থাকে না। যদিও প্রখর জ্ঞান থাকে কিন্তু স্মরণের যাত্রা নেই। বাবা তো বাচ্চাদের মহিমা করেন। ইনিও নম্বর ওয়ান, তাই তিনি অবশ্যই পরিশ্রমও করে থাকেন। এটাও তো শিখতে হয় যে না। তবুও বলে বাবাকে স্মরণ করো। কাউকে বোঝানোর জন্য চিত্র আছে। ভগবান বলাই হয় নিরাকারকে। তিনি এসে শরীর ধারণ করেন। এক ভগবানের বাচ্চা সকল আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। এখন এই শরীরে বিরাজমান। সকলেই হলো অকালমূর্তি । ভ্রুকুটির মাঝখানে আত্মা বিরাজমান, একে বলা হয় অকালতখ্ত। অকালতখ্ত অকালমূর্তের অর্থাৎ অবিনাশী আত্মার অবিনাশী মহাসন। আত্মারা সব হলো অকাল, কতো সূক্ষ্ম। বাবা তো হলেন নিরাকার। তিনি নিজের আসন কোথা থেকে এনেছেন? বাবা বলেন আমারও এই আসন আছে। আমি এসে এই আসনকে লোন নিই। ব্রহ্মার সাধারণ বৃদ্ধ শরীরে অকালতখ্তে এসে বসি। এখন তোমরা জেনে গেছো সকল আত্মার আসন এটি। মানুষেরই কথা বলা হচ্ছে, জানোয়ারের কথা নয় । আগে তো যেসব মানুষ জানোয়ার থেকেও খারাপ হয়ে গেছে, তারা তো সংশোধন হোক । কোনো জানোয়ারের কথা জিজ্ঞাসা করলে, বলো প্রথমে তো নিজেকে সংশোধন করো। সত্যযুগে তো জানোয়ারও বড় ফার্স্টক্লাস হবে। ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। কিং এর মহলে পায়রা ইত্যাদির আবর্জনা থাকলে শাস্তি পেতে হবে । সামান্যতমও আবর্জনা হবে না। সেখানে খুবই সাবধানতা থাকে। প্রহরা থাকে, কখনো কোনো জানোয়ার ইত্যাদি ভিতরে যেন না ঢোকে। খুবই পরিচ্ছন্নতা থাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরেও কতো পরিচ্ছন্নতা থাকে। শঙ্কর-পার্বতীর মন্দিরে পায়রা দেখানো হয়। তো অবশ্যই মন্দিরকেও অপরিচ্ছন্ন করে। শাস্ত্রে তো অনেক কথার কথা লিখে দেয়।

এখন বাবা বাচ্চাদের বোঝান, তার মধ্য থেকেও খুব কমই ধারণা করতে পারে। বাকীরা তো কিছুই বোঝে না। বাবা বাচ্চাদের কতো ভালোবেসে বোঝান - বাচ্চারা খুবই মধুর হও। মুখ থেকে সর্বদা রত্ন নির্গত করতে থাকো। তোমরা হলে রূপ-বসন্ত। তোমাদের মুখ থেকে পাথর নির্গত হওয়া উচিত নয়। আত্মারই মহিমা হয়ে থাকে। আত্মা বলে- আমি হলাম প্রেসিডেন্ট, আমি অমুক...। আমার শরীরের নাম হলো এই। আচ্ছা, আত্মারা কার বাচ্চা? এক পরমাত্মার। তাই অবশ্যই ওনার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তিনি আবার সর্বব্যাপী কীভাবে হতে পারেন ! তোমরা মনে করো আমিও আগে কিছু জানতাম না। এখন বুদ্ধি কতো খুলেছে। তোমরা যে কোনো মন্দিরে গেলে, বুঝতে পারবে এই সব চিত্র তো হলো মিথ্যা। ১০ হাতের, হাতীর শুঁড় আছে এমন কোনো চিত্র হতে পারে কি! এই সব হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। বাস্তবে ভক্তি হওয়া উচিত শিববাবার, যিনি সকলের সদ্গতি দাতা। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে- এই লক্ষ্মী-নারায়ণও চুরাশি জন্ম নেয়। আবার উচ্চতমেরও উচ্চ বাবা এসে সকলকে সদ্গতি দেন। ওনার থেকে বড় কেউ হয় না। এই জ্ঞানের কথা তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী ধারণ করতে পারে। ধারণা না করতে পারলে এছাড়া কোন কাজের রইলো। কেউ তো অন্ধের লাঠি হওয়ার পরিবর্তে অন্ধ হয়ে যায়। যে গরু দুধ দেয় না তাকে গোয়ালে বেঁধে রাখা হয়। এক্ষেত্রেও তাই, জ্ঞানের দুধ দিতে পারে না। অনেকে আছে যারা কোনো পুরুষার্থ করে না। বোঝে না যে আমি কিছু হলেও তো কারোর কল্যাণ করতে পারি! নিজের ভাগ্যের খেয়ালই থাকে না। ব্যাস্, যেটুকু পেয়েছে সেটাই ভালো। তাই বাবা বলেন, এর ভাগ্যে নেই। নিজের সদ্গতি করার পুরুষার্থ তো করা উচিত। দেহী-অভিমানী হতে হবে। বাবা কতো উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ, আর আসেন দেখো কীভাবে পতিত দুনিয়াতে, পতিত শরীরে। ওনাকে ডাকাই হয় পতিত দুনিয়ায়। রাবণ যখন দুঃখ দেয় তো একদমই ভ্রষ্ট অর্থাৎ বিনষ্ট করে দেয়, তখন বাবা এসে শ্রেষ্ঠ করে তোলেন। যারা ভালো পুরুষার্থ করে তারা রাজা-রাণী হয়ে যায়, যে পুরুষার্থ করে না সে গরীব হয়ে যায়। ভাগ্যে না থাকলে তো পরিকল্পনা করতে পারে না। কেউ তো খুব ভালো ভাগ্য তৈরী করে নেয়। প্রত্যেকে নিজেকে দেখতে পারে যে আমি কি সার্ভিস করছি। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) রূপ-বসন্ত হয়ে মুখ থেকে সর্বদা রত্ন নির্গত করতে হবে। খুবই মধুর হতে হবে। কখনো পাথর অর্থাৎ কটু বচন বের করতে নেই।

২) জ্ঞান আর যোগে তীক্ষ্ম হয়ে নিজের আর অপরের কল্যাণ করতে হবে। নিজের উচ্চ ভাগ্য তৈরী করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। অন্ধের লাঠি হয়ে উঠতে হবে।

বরদানঃ- সন্তুষ্টতা দ্বারা সকলের প্রসংশা প্রাপ্তকারী সদা প্রসন্নচিত্ত ভব

সন্তুষ্টতার লক্ষণ প্রত্যক্ষরূপে প্রসন্নতা দেখা যাবে আর যারা সদা সন্তুষ্ট বা প্রসন্ন থাকে, প্রত্যেকে তার প্রসংশা অবশ্যই করে। তো প্রসংশা, প্রসন্নতার দ্বারাই প্রাপ্ত করতে পারো। এইজন্য সদা সন্তুষ্ট আর প্রসন্ন থাকার বিশেষ বরদান নিজেও নাও আর অন্যদেরকেও দাও কেননা এই যজ্ঞের অন্তিম আহুতি হল সকল ব্রাহ্মণের সদা প্রসন্নতা। যখন সবাই সদা প্রসন্ন থাকবে তখন প্রত্যক্ষতার আওয়াজ ছড়িয়ে পড়বে তখন বিজয়ের ধ্বজা উড়বে।

স্লোগানঃ- ডায়মন্ড হয়ে ডায়মন্ড হওয়ার ম্যাসেজ দেওয়াই হলো ডায়মন্ড জুবিলী পালন করা।

অব্যক্ত ঈশারা :- একান্ত প্রিয় হও, একতা আর একাগ্রতাকে ধারণ করো

একান্তবাসী হওয়া অর্থাৎ চারিদিকের ভায়ব্রেশন থেকে দূরে চলে যাওয়া। এমনও অনেকে আছে যাদের একান্তে থাকা পছন্দ নয়। সংগঠনে থাকা, হাসাহাসি করা, কথা বলা বেশী পছন্দ করে, কিন্তু এটা হল বহির্মুখী হওয়া। এখন নিজেকে একান্তবাসী বানাও, অর্থাৎ সকল আকর্ষণের ভায়ব্রেশন থেকে অন্তর্মুখী হও। এখন সময় এমন আসছে যে এই অভ্যাসই কাজে আসবে। যদি বাইরের আকর্ষণে বশীভূত হওয়ার অভ্যাস থাকে তাহলে সময় অনুসারে ধোঁকা দিয়ে দেবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;